জাফলং পর্যটন এলাকা

(Jaflong Tourist Area)

পরিচিতি ঃ হাজার বছর ধরে জাফলং ছিল খাসিয়া জৈন্তা-রাজার অধীনে নির্জন বনভূমি। ১৯৫৪ সালে জমিদারী প্রথা বিলুপ্তির পর খাসিয়া জৈন্তা রাজ্যের অবসান ঘটে। তারপরও বেশ কয়েক বছর জাফলংয়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল পতিত পড়ে রয়েছিল। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা হতে ব্যবসায়ীরা খাসিয়া পান সুপারি ও পাথরের সন্ধানে নৌ পথে জাফলং আসতে শুরু করেন। পান সুপারি ও পাথরের ব্যবসার প্রসার ঘটতে থাকায় গড়ে উঠে নতুন জনবসতিও। আশির দশকে সিলেটের সাথে জাফলং এর ৬২ কিলোমিটার সড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্টিত হয়।এরপর থেকে জাফলংয়ের নয়নাভিরামসৌন্দর্যের কথা সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। দেশী-বিদেশী পর্যটকদের পাশাপাশি প্রকৃতি প্রেমীরাও ভির করতে থাকেন জাফলংয়ে। বর্তমানে জাফলং দেশের সেরা পর্যটন স্পট নামে পরিচিত। জাফলং পর্যটন এলাকা জুড়ে কয়েকটি স্পট রয়েছে নিম্নে দেওয়া হলো–

১) জাফলং জিরো পয়েন্টঃ বাংলাদেশ ভারত সিমান্তের **পিয়াইন নদীর জিরো** লাইনে জাফলং জিরো পয়েন্ট অবস্থিত। জাফলংয়ে ০৮ কিলোমিটার জুড়ে বাংলাদেশ এবং ভারত সিমান্তে কোন কাটা তারের বেড়া নেই। দুই দেশের পর্যটক আগমনের কারনে দুই দেশের সূন্দর্যের জন্য বাংলাদেশ এবং ভারত পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে আইন শৃঙ্খলা নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়। এছাড়াও যদি কোন বাংলাদেশী নাগরিক ভূলক্রমে ভারতে গিয়ে সীমান্ত রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে আটক হয় পরবর্তীতে দুই দেশের সীমান্ত রক্ষা বাহিনীর পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে সমাধান করে বাংলাদেশী নাগরিকদের আনা হয়। জিরো পয়েন্ট পর্যটক আগমনের সময় সকাল থেকে বিকেল ১৭.০০ ঘটিকা পর্যন্ত।

২) জাফলং মায়াবী ঝর্ণা ঃ জাফলং সংগ্রামপুঞ্জি ঝর্ণা/মায়াবী ঝর্ণা জিরো পয়েন্ট থেকে উত্তর পশ্চিমে .০৫ কিলোমিটার দূরে ভারত সিমান্তে অবস্থিত। এই ঝর্ণায় বর্ষার সময় বেশী পানি থাকে।

৩) জাফলং খাসিয়াপুঞ্জি ঃ খাসিয়াদের গ্রমকে পুঞ্জি বলা হয়। জাফলং খাসিয়াপুঞ্জিতে ০৫টি পুঞ্জি রয়েছে। বল্লাপুঞ্জি,সংরামপুঞ্জি, লামাপুঞ্জি,নকশিয়াপুঞ্জি ও প্রতাপপুর। এই পাঁচটি গ্রামে প্রায় আড়াই হাজার খাসিয়া সম্প্রদায়ের বসবাস।খাসিয়াপুঞ্জির জনগোষ্ঠীর প্রদান আয়ের উৎস হচ্ছে পান-সুপারি।

৪)জাফলং চা বাগান ঃ অরিয়ন গ্রুপ প্রাইভেট কোম্পানির - ২২০০ একর এর উপর বাংলাদেশের বৃহত্তর সমতল জাফলং চা বাগান। এই চা বাগানের চা লোকাল ভাবে বিক্রি হয় না, চিটাগাং বোকার্স কোম্পানি নামে কোম্পানির কাছে বিক্রি করে থাকে।

জাফলংয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ আশির দশকে সিলেটের সাথে জাফলং এর ৬২ কিলোমিটার সড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্টিত হয়।এরপর থেকে জাফলংয়ের নয়নাভিরামসৌন্দর্যের কথা সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। দেশী-বিদেশী পর্যটকদের পাশাপাশি প্রকৃতি প্রেমীরাও ভির করতে থাকেন জাফলংয়ে। বর্তমানে জাফলং দেশের সেরা পর্যটনস্পট নামে পরিচিত। বর্তমানে সিলেট শহর থেকে জাফলং আসার যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক ভাল। সিলেট বাস টার্মিনাল থেকে বাস/মাইক্রো বাস/সিএনজি ইত্যাদি যোগে যাতায়ত করা যায় এবং দেশের বিভিন্ন স্থানথেকে বিভিন্ন প্রইভেট বাস যাতায়ত করে নিম্নে বাসের নাম ও ছাড়ার সময় দেওয়া হলো।

*** আহম্মেদ পরিবহন (সায়দাবাদ বাস টার্মিনাল থেকে প্রতিদিন জাফলং গমনাগমন করে থাকে)**

সায়দাবাদ বাস টার্মিনাল থেকে ছাড়ার সময়ঃ প্রতিদিন রাত ০৯.০০টায় একটি বাস এবং রাত ১০.০০ টায় একটি বাস জাফলং এর উদ্দেশ্য ছেড়ে আসে।

জাফলং থেকে ছাড়ার সময়ঃ রাত ০৮.০০ঘটিকায় একটি বাস এবং রাত ০৯.০০ ঘটিকায় একটি বাস জাফলং এর উদ্দেশ্য ছেড়ে যায়।

*** এনা পরিবহন (মহাখালী থেকে প্রতিদিন ০২টি বাস জাফলং গমনাগমন করে থাকে)**

মহাখালী থেকে ছাড়ার সময়ঃ সকাল ০৮ ঘটিকায় একটি বাস এবং রাত ০৯ ঘটিকায় একটি বাস জাফলং এর ছেড়ে আসে।

জাফলং থেকে ছাড়ার সময়ঃ সকাল ০৭.০০ঘটিকায় একটি বাস এবং রাত ০৯.০০ ঘটিকায় একটি বাস মহাখালীর উদ্দেশ্য ছেড়ে যায়।

*** শাহাজালাল পরিবহন (টাঙ্গাইল থেকে প্রতিদিন ০১ টি বাস জাফলং গমনাগমন করে থাকে)**

টাঙ্গাইল থেকে ছাড়ার সময়ঃ রাত ০৯ ঘটিকায় একটি বাস জাফলং এর উদ্দেশ্য ছেড়ে আসে।জাফলং থেকে ছাড়ার সময়ঃ রাত ০৮.০০ ঘটিকায় একটি বাস টাঙ্গাইল এর উদ্দেশ্য ছেড়ে যায়।

*** এপলো পরিবহন (টাঙ্গাইল থেকে প্রতিদিন ০১ টি বাস জাফলং গমনাগমন করে থাকে)**

টাঙ্গাইল থেকে ছাড়ার সময়ঃ রাত ০৯ ঘটিকায় একটি বাস জাফলং এর উদ্দেশ্য ছেড়ে আসে।জাফলং থেকে ছাড়ার সময়ঃ রাত ০৮.০০ ঘটিকায় একটি বাস টাঙ্গাইল এর উদ্দেশ্য ছেড়ে যায়।

*** সাগরিকা পরিবহন (মায়মনসিংহ থেকে প্রতিদিন ০১ টি বাস জাফলং গমনাগমন করে থাকে)**

মায়মনসিংহ থেকে ছাড়ার সময়ঃ রাত ০৯ ঘটিকায় একটি বাস জাফলং এর উদ্দেশ্য ছেড়ে আসে। জাফলং থেকে ছাড়ার সময়ঃ রাত ০৮.০০ ঘটিকায় একটি বাস **মায়মনসিংহ** এর উদ্দেশ্য ছেড়ে যায়।

*** বিআরটিসি পরিবহন (কুমিল্লা থেকে প্রতিদিন ০১ টি বাস জাফলং গমনাগমন করে থাকে)**

কুমিল্লা থেকে ছাড়ার সময়ঃ সকাল ০৮ ঘটিকায় একটি বাস জাফলং এর উদ্দেশ্য ছেড়ে আসে। জাফলং থেকে ছাড়ার সময়ঃ রাত ০৭.০০ ঘটিকায় একটি বাস **কুমিল্লা** এর উদ্দেশ্য ছেড়ে যায়।

সমস্যাঃ নানাবিধ সমস্যায় জর্জড়িত দেশের অন্যান্য পর্যটন স্পট যেমন কক্সবাজার কুয়াকাটা ইত্যাদি স্পট গুলোর মত সু-পরিচিত জাফলং পর্যটন স্পট একটি। প্রতিদিন হাজারো পর্যটকরে সমাগম ঘটে। দেশ-বিদেশের নানান প্রান্ত হতে আসা পর্যটকরা এখানে নানাবিধ সমস্যার সম্মখীন হন যার মধ্যে জাফলং জিরো পয়েন্ট এবং মায়াবী ঝর্ণা এলাকায় কোন শৌচাগার না থাকা উল্লেখযোগ্য। শৌচাগার না থাকায় দেশী-বিদেশী সকল ধরণের পর্যটক বিশেষ করে নারী-শিশুরা মারাত্নক রকমের বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। বেড়াতে আসা পর্যটকরা কোন শারিরীক অসুস্থতা/দূঘটনায় সম্মুখীন হলে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া মত কোন ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া জাফলং পর্যটন এলাকায় একাধীক পর্যটন স্পট হওয়ায় প্রতিনিয়ত আগত দেশী-বিদেশী পর্যটকদের সার্বিক নিরাপত্তায় নিয়জিত ট্যুরিস্ট পুলিশের সদস্য সল্পতার জন্য আগত পর্যটকদের সেবা দানে বিভিন্ন বিঘ্নতা সৃষ্টি হচ্ছে।

গুরুত্বঃ প্রাকৃতিক সূন্দর্য্যের লীলাভূমি জাফলং পর্যটন এলাকা। সারাবছর ব্যাপী পর্যটকদের পদচারনায় মুখরিত থাকে এ জলাবনটি। যাকে কেন্দ্র করে হাজারো মানুষের কর্মসংস্থানের পথ তৈরী হয়েছে যেটা দেশের বেকার সমস্যা কিছুটা হলেও লাঘব করতে সহায়ক হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে পর্যটন খাত রাজস্ব আদায় সহ কর্মসংস্থান তৈরীর অন্যতম একটি লাভজনক খাত। বিশ্বের অনেক দেশে আছে যাদের আয়ের কিংবা সবচেয়ে বড় অংশই আসে পর্যটন খাত হতে।কিন্ত অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আমাদের দেশের পর্যটন খাতগুলো পর্যটকদের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অভাবে প্রত্যাশিতভাবে বিকশত হতে পারছে না। যেটাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিসহ রাজস্বখাতও বৃদ্ধি পেত।